দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

184

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ সন্ত্রাস, সেশনজট ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গ

এএইচএম আমিনুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

পারিবারিকভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সন্ত্রাস কমবে। সন্ত্রাসীদের পরিণাম/ পরিণতি সম্পর্কে তাদের পরিবারকে সম্যক অবহিত করতে হবে। হল-প্রশাসন সঠিকভবে দায়িত্ব পালন করলে সন্ত্রাস হ্রাস পাবে বলে অনেকের ধারণা। শিক্ষকগণ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে সন্ত্রাসের ব্যাপকতা কমে যাবে বলে অনেকে আশা করছেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা সন্ত্রাসীদের লালন করে ও মদদ যোগায় তাদেরসহ সন্ত্রাসীদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করলে সন্ত্রাস হ্রাস পাবে। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম বহাল রাখলে এবং কখনও নিয়ম-নীতি শিথিল না করলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হ্রাস পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-অছাত্র অবলীলাক্রমে যাতায়াত করে। বহিরাগতরা আর্থাসিক হলেও আস্তানা গড়ে তোলে। অন্যত্র অপরাধ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, অস্ত্র প্রদর্শনী/ মহড়া বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই কিছু ত্রুটি থাকায় সন্ত্রাসী হওয়ার একটা সুযোগ আছে। একজন ছাত্র ম্যাট্রিক অথবা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়ার আগে ও পরে যে সময় পায় তার সবটাই লেখাপড়ার জন্য ব্যয় করে না। তারুণ্যের ধর্ম হচ্ছে কর্মচঞ্চল থাকা, রোমাঞ্চকর-লোমহর্ষক কিছু করা। আমাদের দেশের কলেজগুলোতে সারা বছর পরীক্ষা লেগেই আছে। ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী, অনার্স, প্রিলিমিনারি ও মাস্টার্স ফাইনাল—একেকটা পরীক্ষা শেষ হতে সময় লাগে কমপক্ষে এক মাস থেকে তিন মাস। তদুপরি আছে বিভিন্ন ধরনের নির্ধারিত ও অনির্ধারিত ছুটি। শিক্ষকগণ পরীক্ষার কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যান। সব কলেজে আবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। কলেজগুলো সরকারীকরণ করায় শিক্ষকদের আলসেমি বেড়েছে ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে আর আগ্রহ বেড়েছে প্রাইভেট পড়ানোর বিষয়ে। সন্ত্রাস দমনের সাথে সাথে এসব বিষয়ের সমাধানও বিবেচনার দাবি রাখে।

যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া কোন শিক্ষকের ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকা, তাঁর ওপর অর্পিত শিক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা, শিক্ষক হিসাবে ব্যর্থতার মূল্যায়ন হওয়া এবং এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার সংশ্লিষ্ট সকলের আছে।

(চলবে)